09 Thursday | JANUARY | 2nd Wk • 1st Month | 009-357 | 2020

JANUARY'20

S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
26	27	28	29	30	31							

~~মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের যে কাঠামো গড়ে উঠেছিল~~

সামন্ততন্ত্র ছিল মানব সমাজের বিকাশের একটি বিশেষ স্তর। সামন্ত প্রথার বৈশিষ্ট্য নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যমান। মন্টেস্কু মনে করেন সামন্তপ্রথা এক অভিনব ব্যবস্থা যা মধ্যযুগে একমাত্র ফ্রান্সেই গড়ে উঠেছিল। তার মতে, সম্ভবত এই প্রথার উৎপত্তি পৃথিবীতে আর কোনোও হবে না। তবে ভিন্নমত পোষণ করেছেন ভলতেয়ার এবং আধুনিক গবেষক বেঞ্জামিন গেরার্ড। তাদের মতে সামন্ততন্ত্র ছিল প্রাচীন ব্যবস্থারই একটি রূপান্তর। এর মূল ভিত্তি ছিল জমি। মূলত প্রাচীন ব্যবস্থার ধ্বংসের মধ্যে দিয়েই ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছিল। এই দিক দিয়ে বিচার করলে সামন্ততন্ত্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করা যায় মধ্যযুগের সেই অবস্থাকে যেখানে প্রাচীন প্রথাগুলির কোনো আর অবশেষ ছিল না, মুদ্রা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল, ফলে নগদ বেতনে সামরিক বাহিনী বা রাষ্ট্রীয় কর্মচারী পোষণ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এরই

Notes

অবক্ষয়ী প্রতিক্রিয়া হিসাবে সামন্ত ব্যবস্থার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। মরিস ডব (Dobb)-এর Studies in the Development গ্রন্থে সামন্ত ~~ব্যবস্থাকে~~ তন্ত্রকে প্রধানত একটি 'উৎপাদন ব্যবস্থা' ('mode of production') হিসাবে দেখেছেন। তিনি নিম্নস্তরের প্রযুক্তি, অনুন্নত শ্রম বিভাজন, গ্রামীণ সমাজের ভোগের জন্য উৎপাদন (এবং বৃহত্তর বাজারের জন্য উৎপাদন নয়), বাধ্যতামূলক শ্রমসেবা, ভূমিদাসত্ব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে মার্ক ব্লক (Bloch) তাঁর Feudal Society (VOL. II) গ্রন্থে সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে অধীনস্থ কৃষকশ্রেণীর (তাঁর ভাষায় 'Subject peasantry') কথা বলেছেন। যাদের কাছ থেকে সামন্ত-প্রভু নির্মমভাবে কর আদায় করতেন। এক্ষেত্রে মজুরি প্রদানের কোন প্রশ্নই ওঠে না, কেননা মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির প্রসার তখনো ঘটেনি।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে দেখাতে পারি।

প্রথমত, সামন্ততন্ত্র ছিল এমন একটি ব্যবস্থা যা order যা বিভিন্ন কারণে সমাজের সাধারণ মানুষের

Notes

ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ও নিঃস্বত্বের দ্রুত ও ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের তাগিদে উদ্ভূত হয়েছিল। নিরাপত্তাহীনতার অন্যতম কারণ ছিল পরবর্তী ক্যারোলিঞ্জীয় শাসকদের আমলে সৃষ্ট নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা।

দ্বিতীয়ত, সমাজের উচ্চস্তরে একটি শক্তিশালী ও সুসংবদ্ধ যোদ্ধশ্রেণীর অবস্থান ছিল সামন্ততন্ত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সামন্ত ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থ বিশেষভাবে সংরক্ষিত হয়েছিল। লর্ডরা যেন আঞ্চলিক সমরনেতা হিসাবে ধীরে ধীরে আবির্ভূত হতে থাকেন। বৈদেশিক আক্রমণ মোকাবিলার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ গোলযোগ প্রতিহত করার জন্য এদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই সম্রাটরা (যেমন, অষ্টম শতকীয় রোমান সম্রাট) প্রয়োজন হলে ভূস্বামীদের কাছ থেকে সামরিক সাহায্য গ্রহণ করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে এরা বিদ্রোহী ক্ষমতাকামী কাউন্ট ও ডিউকদের শাসিত করেছিল।

12 Sunday

Notes :

তৃতীয়ত, সামন্ত সমাজের গঠন ছিল অনেকটা পিরামিড সদৃশ। এর সর্বোচ্চ স্তরে ছিলেন রাজা। এর পরের

*১ ডিউক, মারগ্রেভ, আর্ল, কাউন্ট প্রমুখরা ছিলেন প্রধান ভ্যাসাল।
*২ ভিসকাউন্ট, ব্যারন প্রভৃতিরা ছিলেন এই ধরনের ভ্যাসাল। এই ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তরে ছিল নাইটরা।

স্তরে ছিলেন সামন্তপ্রভুরা যারা ছিলেন রাজার অধীনেই। একদম নীচে ছিল কৃষক। এদের আনুগত্য ছিল আবার সামন্ত প্রভুদের প্রতি। এই কৃষক ও সামন্তপ্রভুদের মধ্যে অধীনতা ও আনুগত্যের ভিত্তিতে একটি মৌখিক চুক্তির মাধ্যমে আবদ্ধ থাকতেন। জমি ছিল এই বন্ধনের ভিত্তি। এই জমি পরিচিত ছিল ফিফ (Fief) নামে,
(Fief জার্মান শব্দ, এটি রোমান শব্দ 'benefice' যার অর্থ নিষ্কর জমি, এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়ে থাকে)
অন্যদিকে অধীনস্থ প্রজারা পরিচিত ছিল ভ্যাসাল (Vassal) নামে। ভ্যাসালেজ ব্যবস্থা ছিল সামন্ত ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই প্রথা অনুযায়ী এক চুক্তির মাধ্যমে সামন্তপ্রভু তাঁর অধীনস্থ প্রজাদের ভ্যাসাল বলে স্বীকার করে নিতেন এবং ভ্যাসালরা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বা ফিফ ভোগদখলের অধিকার পেত। বিনিময়ে ভ্যাসালরা দিতেন বিভিন্ন সেবার অঙ্গীকার। এখানে আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে এই দুই শ্রেণী (Lord ও Vassal) এর মধ্যবর্তী স্তরে অসংখ্য 'মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী'-র (Intermediary) উদ্ভব ঘটেছিল। See *১ ভ্যাসালদেরও নিজস্ব অধীনস্থ ভ্যাসাল থাকত যারা 'Sub-vassal' নামে পরিচিত ছিল। See *২ দুজনের পারস্পরিক এত বিশ্বাস ছিল বলেই এই

Notes :

শ্রেণী-বৈচিত্র্য উদ্ভূত হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, আলোচ্য পর্যায় ছিল একটি দুর্বল মুদ্রা অর্থনীতির যুগ। প্রধানত এই দুর্বলতার ফল হিসাবে পরবর্তীকালে একটি বিশেষ সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন প্রথা ম্যানর (Manor) গড়ে ওঠে। অন্যভাবে বলা যায় ভূস্বামীর এলাকাভুক্ত জায়গাকে বলা হত ম্যানর। এই ম্যানরের ভেতরকার একটি সহজ, মনোগ্রাহী ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন রেবতী বর্মন তাঁর 'সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে (১৯৫২) ‡, "ভূ-স্বামীর এলাকাভুক্ত জায়গাকে বলা হইত ম্যানর। ঠিক মধ্যস্থলেতে ভূস্বামীর ~~বাড়ী~~ বাড়ি; উহার চারিদিকে ফল, ফুল ও সবজির বাগান। বসতির পিছনে ভূস্বামীর পরিচারকদের ঘর-বাড়ী — যেমন চাকর গোয়াল, আস্তাবল, কামারশালা ইত্যাদি; দক্ষিণ দিকটাতে গ্রাম; কিছুটা দূরে গোচারণ ভূমি; উহার সংলগ্ন কৃষকের জমি। মালিকের খামারের জমি অপেক্ষাকৃত কম; কেননা বড় আকারে চাষের আয়োজন নাই। শস্য বিক্রয় করা যাইত না, সকলেই প্রায় খাদ্যোৎপাদন করিত, এই রকম অর্থনৈতিক কাঠামোকে বলা হয় সরল অর্থনীতি।" এই দিক দিয়ে ম্যানর-

Notes

অর্থনীতি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী। শিল্পজাত দ্রব্যাদি স্থানীয় কারিগররাই তৈরি করত। তখনো হস্তশিল্প কৃষি হতে পৃথক হয়ে যায়নি।

পঞ্চমত, শর্ত সাপেক্ষে ভূস্বামী কর্তৃক অধীনস্থ প্রজাকে রাজস্বের বিনিময়ে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের স্বত্ব দান ছিল সামন্ততন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই শর্তগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল নানা প্রকারের কর ও বেগার শ্রমদান। যেমন, ক্যাপিটালিও (Capitatio): কোন ভূমিদাস পরিবারের প্রত্যেক সদস্যদের জন্য যে কর প্রদান ছিল বাধ্যতামূলক।

টেইল (Taille): কৃষকের উৎপন্ন ফসল ছাড়াও তাঁর গৃহপালিত পশুদের উপর আরোপিত কর।

বেনালিত (Benalite): হাটে ফসল বিক্রি করতে গেলে কৃষককে এই কর প্রদান করতে হতো। এছাড়া মাছ, ডিম, মদ্য ইত্যাদির জন্যও এই কর ভূস্বামীকে প্রদান করতে হতো।

টাইথ (Tithe): এটি ছিল চার্চকে প্রদত্ত কৃষকগণ কর্তৃক প্রদত্ত কর

Notes :

সবশেষে বলা যায়, একটি দুর্বল কেন্দ্রীয় শক্তির উপস্থিতি ছিল সামন্ত প্রথার অন্যতম রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য। আঞ্চলিকতাবাদের স্বীকৃতি ছিল

সামন্ততন্ত্রের মূল মন্ত্র। এই আঞ্চলিকতাবাদের ধারক ও বাহক ছিলেন সামন্ত অভিজাত শ্রেণি যাঁরা নিজ স্বার্থে সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের ওপর নিজ প্রভাবিত অঞ্চল গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে রাজার কার্যত কোনো কর্তৃত্ব ছিল না।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের সামন্ততন্ত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু সামন্তপ্রথার কিছু ভিন্ন বৈশিষ্ট্যও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ক্রুসেডাররা জেরুসালেম রাজ্যে যে বিশিষ্ট সামন্তপ্রথা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাতে ভ্যাসালদের অধিকার অনেক বেশি গুরুত্ব অর্জন করেছিল। হয়তো অনিশ্চিত রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কথা ভেবেই ক্রুসেডাররা ভ্যাসালদের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। জার্মানির যে সমস্ত রাজ্যে, যথা স্যাক্সনি ও ফ্রিসিয়ায় ম্যানর-ভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতি আদৌ ছিল না সেখানে ভ্যাসাল প্রথা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। ফ্রান্সের নরমাঁদি ছিল একটি ব্যতিক্রম যেখানে একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একটি কার্যকরী ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই ঐতিহ্যের কিছু প্রভাব ইংল্যান্ডেও অনুভূত হয়েছিল উইলিয়ামের আমলে। এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে নর্মান বিজয়ের পরবর্তীকালে Allodial বা নিষ্কর নিঃশর্ত ভূসম্পত্তির অবসান ঘটে এবং সমস্ত কৃষিযোগ্য জমিকেই রাজার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসনাধীনে স্থাপন করা হয়।

সামন্তপ্রথার উৎপত্তি সংক্রান্ত বিতর্ক

ইংরাজি Feudalism শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে লাতিন ফিওডালিস (Feodales) এবং ফরাসি ফেওদালিতে (Féodalité) শব্দটি থেকে। সামন্ততন্ত্রের উৎসরূপে রোমান না জার্মান কোন্ উপাদানগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব সর্বাধিক, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্কের সূত্রপাত অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সেই হয়েছিল। আজও এই বিতর্কের অবসান ঘটেনি। একদিকে যেমন রোমান আমলের অনুগামী পৃষ্ঠপোষক প্রথার (Client-Patron System) মধ্যে Feudal প্রথার উৎস পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি জার্মান কমিটেটাস (Comitatus) প্রথাও এর অন্যতম উৎস হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। ফ্রান্সে এই বিতর্কে অষ্টাদশ শতকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বুলাঁভিয়ের এবং আবে দুবো। বুলাঁভিয়ের 'জার্মান তত্ত্বে'র মর্মার্থ ঃ অষ্টাদশ শতকে সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ এবং উন্নত অভিজাত শ্রেণির বিশেষ অধিকার খর্ব করার রাজকীয় প্রচেষ্টা ফ্রাঙ্ক সংবিধানের মূলনীতির বিরোধী। সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব জার্মান প্রথার মধ্যেই। অন্যদিকে দুবোর রোমান তত্ত্বের সমর্থ